৬ ছল (Chala), জাতি (Jati), নিগ্রহ স্থান (Nigrahasthana)—উল্লিখিত দার্শনিক পদ্ধতিগুলি উদাহরণ-সহ ব্যাখ্যা করো। ২+৪

উত্তর

ছলের সংজ্ঞা

যদি কোনো প্রতিবাদী বাদীর বাক্যের অভিপ্রেত অর্থ গ্রহণ না করে, ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করে এবং বাদীর বাক্যের দোষ প্রদর্শন করে, তবে যে দোষ ঘটে তাকে বলা হয় ছল।

উদাহরণের সাহায্যে ছল-এর ব্যাখ্যা

বাদীর বাক্য: কাশ্মীর থেকে আগত মনুষ্যটি নব কম্বলযুক্ত।—এক্ষেত্রে বাদীর বাক্যটির অভিপ্রেত অর্থ হ মনুষ্যটির নতুন (নব) কম্বল আছে।

অথচ প্রতিবাদী ঐ বাক্যটির দোষ ধরে বলেন যে, কাশ্মীর থেকে আগত মনুষ্যটির নয়টি (নব) কম্ব থাকতে পারে না। ঐভাবে প্রতিবাদী যদি বাদীর বাক্যের ভিন্ন অর্থ ধরে দোষ প্রদর্শন করে যা নি প্রতিপন্ন করতে চায়, তাকে বলা হয় ছল।

ছলের উদ্দেশ্য বাদীর বাক্যের মধ্যে নিহিত। অনেকার্থক শব্দের মধ্যে বাদীর অনভিপ্রেত অর্থ প্রতিব গ্রহণ করে বাদীর বাক্যটিকে মিথ্যা প্রমাণ করে তাকে পরাজিত করতে চায়।

জাতির সংজ্ঞা

যদি ব্যাপ্তির উপর ভিত্তি না করে কেবল সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করে কোনো অপ্রাসঙ্গিক যু উপস্থাপন করা হয়, তবে সেই যুক্তিকে বলা হয় জাতি।

উদাহরণের সাহায্যে জাতির ব্যাখ্যা

বাদীর যুক্তিটি হল: যা কার্য তা অনিত্য। যেমন— ঘট (ব্যাপ্তি)।
শব্দ হয় কার্য
∴ শব্দ অনিত্য।

এই অনুমানটি খণ্ডনে প্রতিবাদীর অনুমানটি হল—

যা বিভু তা নিত্য। যেমন— আকাশ (ব্যাপ্তি)।

শব্দ হল বিভু।

∴ শব্দ নিত্য।

এই অনুমানের ব্যাপ্তি যথার্থ নয়। কেননা এই অনুমানে ব্যভিচার ঘটেছে। যেমন— সুখ বিভু হলেও তা নিত্য নয়। এটি অনুমানটি দোষদুষ্ট। আবার শব্দ ও আকাশের মধ্যে সাদৃশ্য হল গুণত্ব। এই সাদৃশ্যের ভিত্তিতেই অনুমানটি করা হয়েছে। এটি যুক্তিটি জাতি দোষযুক্ত।

নিগ্রহ স্থানের সংজ্ঞা

বাদী বা প্রতিবাদী যে-কোনো একজনের পরাজয়ের কারণকে বলা হয় নিগ্রহ স্থান।

উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক

বিভিন্ন কারণে বিচারে পরাজয় হতে পারে। যেমন—বিচার্য বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞতা, ভ্রান্ত জ্ঞান, যুক্তির দ্বারা প্রতিপক্ষের যুক্তিকে খণ্ডন করতে না পারা, যুক্তির দ্বারা নিজমত প্রতিষ্ঠা করতে না পারা ইত্যাদি। যেমন—বাদীর যুক্তি হল— শব্দ অনিত্য। কেননা শব্দ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য।

যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তা অনিত্য। যেমন—ঘট।

প্রতিবাদীর যুক্তিটি হল—শব্দ নিত্য। কেননা শব্দ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য।

যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তা নিত্য। যেমন গোত্ব।

গোত্ব জাতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হলেও নিত্য। সুতরাং, শব্দ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হলেও নিত্য হতে পারে। এক্ষেত্রে বাদী প্রতিবাদীর কাছে পরাজয় স্বীকার করে শব্দকে নিত্য বলে স্বীকার করে।

মূল্যায়ন: সুতরাং হল, জাতি ও নিগ্রহ স্থান হল অসৎ যুক্তি, যার সাহায্যে বাদী বা প্রতিবাদীর যুক্তিকে খণ্ডন করা হয়।